মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৯ আসামি

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ ও সিআর মামলার ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পেন্ডিং মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন আসামি রয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম আজ সোমবার (২৬ জুন) সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (২৬ জুন) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাগর (২২) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আটক সাগর মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শাকের আলীর ছেলে।

রবিবার (২৫ জুন) দিবাগত রাতে ডিবি পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাগরকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে আসামি সাগরকে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা কাদিরপুরে কিতাব আলী হত্যার এজেহারভুক্ত আসামি তমছের আটক

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের কিতাব আলি হত্যার এজেহারভুক্ত একজন আসামিকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। আসামি তমছের আলি (৪৫) কাদিপুর গ্রামের ইয়াসিন আলির ছেলে।

গতকাল রবিবার রাত ৮ টার দিকে কাদিপুর তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

উল্লেখ্য গত ১৯-০৪-২৩ তারিখে রাত সাড়ে ৮টার দিকে কিতাব আলি নিখোজ হলে পরদিন সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কাদিপুর গোরস্থান পাড়ায় খালি জমির উপর মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, দামুড়হুদা সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে মৃত কিতাব আলির লাশ উদ্ধার করেন।

পরে কিতাব আলির স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় জাহাঙ্গীর, হাফিজুর,সাইফুল ইসলাম, তমছের,দিপু ও শহিদুলের নাম উল্লেখ করে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পরে মামলার তদন্ত কর্মকতা এস আই তৈহিদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জাহাঙ্গীর, হাফিজুর, সাইফুল ইসলাম, তমশের, দিপুকে আটক করেন।

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অবহিতকরণ বিষয়ক আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বেলা ৪ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলীসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় গণউপদ্রবের অপরাধে ঔষধ ব্যবসায়ীকে ৫ দিনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গণউপদ্রবের অপরাধে অভিযুক্ত এক ঔষধ ব্যবসায়ীকে ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

গতকাল রবিবার দুপুর ৩ টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সামনে এঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দামুড়হুদা উপজেলার সদরে চিৎলা গ্রামের মোঃ হারুন সরদারের ছেলে মোঃ রিপন মাহমুদ (৩১)। তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মা মেডিক্যালের স্বত্বাধিকারী ঔষধ ব্যবসায়ী।

জানাগেছে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রিপনের নিয়মিত গণউপদ্রবের কারণে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে অভিযোগ করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাসের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে আসেন তিনি। অভিযোগ যাচাইয়ের পর সত্যতা মিললে অভিযুক্ত রিপনকে দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ২৯১ (গণউপদ্রব) ধারা অনুযায়ী ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থাকা ঔষধ ব্যবসায়ীরা অবরোধ করলে দ্রুততম সময়ে দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী আসেন। একপর্যায়ে ঔষধ ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন ও স্বাভাবিকভাবে সবাইকে দোকানপাট খুলে ব্যবসা করার আহ্বান জানান।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আসিামকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতাল ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।

গাংনীতে অপহরণ ও চুরির মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুরির মামলার ১ আসামি ও অপহরণ মামলার ১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানা (২০) ও বাওট গ্রামের জোয়াদ আলীর ছেলে সাগর (২১)।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা ও ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ি পৃথক অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন জানান, গাংনী থানার অপহরণ মামলা নং ২৩(৬)২৩ নং মামলার এজাহার নামীয় আসামি সাগরকে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি¦তে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নামে গাংনী থানার মামলা নং ১৯(৫)২৩।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে গতকাল রবিবার বিকালের দিকে আদালতে সোপদর্ করা হয়েছে।

মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করলেন মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ট্রেজারি শাখায় এসে পৌঁছালে ট্রেজারি শাখায় কর্মরত পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সালাম গ্রহণ করেন।

পরিদর্শন কালে সাথে ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নিউজা-উল জান্নাহ, আব্দুল কাদির মিয়া, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, আরডিসি মোছা: রনী খাতুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল বাকী, এনডিসি গোলাম রাব্বানী সোহেল প্রমুখ।

মেহেরপুুুুুুুুুর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে দুই থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অভিযানে অংশ নেন।
সংশ্লিষ্ট দুটি থানার জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (২৫ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে সোয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ এক ব্যক্তি আটক

সোয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মারফত মন্ডল(৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম।

আটক মো: মারফত মন্ডল গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার মৃত এমাজ উদ্দীনের ছেলে।
র্যাব-১২, সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ রবিবার (২৫ জুন) সকাল ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপিসি-মেহেরপুর, ক্যাম্পের একটি দল গাংনী পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ড ঈদগাহপাড়া কাঁচাবাজার সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তাকে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রির কাজে ব্যবহৃত ১টি ব্যাটারী চালিত ভ্যান, চপ২’.১টি মোবাইল ফোন এবং নগদ এক হাজার ছয়’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামিকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার নাস্তিপুর গ্রামে শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামস্থ আসামী মোঃ তানভির হোসেন কাকনের বসতঘরের শয়ন কক্ষে ছয় বছরের শিশুকে কৌশলে ডেকে

নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনার বিষয়ে তার পরিবারকে জানালে আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। ঘটনার বিষয়ে ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানার মামলা নং-১৯, ২৬শে জুন ধারা- ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধীত ২০০৩) এর ৯(১) রুজু করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা সার্কেল এএসপি জাকিয়া সুলতানার সহযোগিতায় এবং অফিসার ইনচার্জ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস. এম. আমান উল্লাহর নেতৃত্বে ধর্ষণ মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামী গ্রেফতারের লক্ষ্যে দর্শনা থানা এবং চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের একাধিক টিম তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে নামে।

মামলা রুজুর ২৪ ঘন্টা পার হতেই দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও স্বাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সাথে জড়িত আসামী মোঃ তানভির হোসেন কাকন (২১)-কে ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল হতে শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে ধর্ষনের কথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে।

আসামী ঘটনার দিন ২২শে জুন বেলা বারোটার সময় ছয় বছরের শিশু ভিকটিমকে মোবাইলে গেমস্ দেখানোর নাম করে আসামীর বসতঘরের শয়ন কক্ষে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শনিবার সকাল দশ টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এই সকল তথ্য নিশ্চিত করেন ।